ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালিচরণপুর ইউনিয়নের বড় কামারকুণ্ডু গ্রামে পানিতে ডুবে আপন (৪) নামে চার বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শিশুটি ওই গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকালে এই ঘটনাটি ঘটে। নিহত শিশুর স্বজনরা জানান, রবিবার সকালের দিকে কোন এক সময়ে শিশুটি বাড়ির পাশে খেলতে যায়, পরে শিশুটির মা অনেক খোজাখুজি করেও শিশুটিকে না পেয়ে সবাইকে জানায়। এ অবস্থায় দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে পুকুরে শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে পানি থেকে তুলে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন শিশুটি আনার অনেক আগেই মারা গেছে। ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় নারী শ্রমিকের মৃত্যু

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় শাহিদা খাতুন (৬০) নামের এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে সদর উপজেলার ফতেপুর-শোলমারি সড়কের তেরোঘরিয়া গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিদা খাতুন উজলপুর গ্রামের মৃত আব্দুল গনির স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শাহিদা খাতুন তেরোঘরিয়া গ্রামে একটি মরিচ ক্ষেতে কাজ করছিলেন। পানি পানের উদ্দেশ্যে সড়কের পাশে স্থাপিত একটি টিউবওয়েলের দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় রাস্তা পারাপারের

মুহূর্তে দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে আশপাশের লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে ঘাতক ট্রাকটি পুলিশ জব্দ করেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের মরদেহ দাফনের উদ্দেশ্যে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পারিবারিক সম্মতিতে মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মহেশপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার আজমপুর গ্রামে পানিতে ডুবে জিহাদ হোসেন (৯) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা উপজেলার ঘুগরী পান্তাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু জিহাদ আজমপুর গ্রামের প্রবাসী আতিয়ার রহমানের ছেলে।

পরিবার জানায়, জিহাদ বৃহস্পতিবার তার খালার বাড়ি ঘুগরী পান্তাপাড়ায় বেড়াতে যায়। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে সে বাড়ির পাশের পুকুরে মাছ ধরতে যায়। পরে দীর্ঘ সময় ধরে বাড়ি না ফেরায় স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় তাকে ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তন্ত্র করা হয়েছে। এ ঘটনায় মহেশপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি জিডি করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের উত্তরপাড়া খোকসা গ্রামে সাপের কামড়ে আলিফ (৯) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত আলিফ স্থানীয় মানিকের ছেলে ও খোকসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার (২০ অক্টোবর) দিবাগত রাত আনুমানিক ১২টার দিকে দাদার বাড়িতে অবস্থানকালে আলিফকে বিষাক্ত সাপ কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা প্রথমে স্থানীয় ওঝার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করান। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। তবে রাজশাহী নেয়ার পথে আলিফের মৃত্যু হয়।

আলিফের অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গাংনীর বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ানুর
(৫) নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইয়ানুর চরগোয়ালগ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১১টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ার মতি হাজীর পুকুরের পাশে খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে শিশু

ইয়ানুর মারা যায়।

স্থানীয়রা জানায়, চরগোয়ালগ্রামের ভ্যানচালক জিয়ারুল ইসলাম বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়ায় ছিল। প্রতিদিনের মতো শিশু ইয়ানুর দুপুরে খেলতে বের হয়েছিল। খেলার একপর্যায়ে মতি হাজীর পুকুরে পড়ে যায়৷ অনেক খোঁজাখুঁজির পর ইয়ানুরকে দেখতে না পেয়ে তার মা পুকুর পাড়ে গিয়ে শিশুটিকে ভাসতে দেখে।

পরে স্থানীয়রা শিশু ইয়ানুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য বাংলা ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বাণী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন অটোরিকশা চালকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন দরিদ্র অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের বড় পুটিমারী গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মজনুর রহমান (৫০) নামে এক অটোরিকশা চালকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার ভোরবেলা তার নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত মজনুর রহমান বড় পুটিমারী গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে। তিনি পেশায় অটোচালক ছিলেন এবং তাঁর এক ছেলে সন্তান রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মজনুর রহমান রাতে নিজের অটোরিকশা চার্জে দিয়েছিলেন।

সোমবার ভোর আনুমানিক সাড়ে পাঁচটার দিকে তিনি চার্জ থেকে অটোরিকসা খুলতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা

করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে। আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান পিপিএম জানান, এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অটোচালকের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পুরো বড় পুটিমারী গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার আড়মুখি ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে সদরের আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস বাড়ির পাশের মাঠে নিজ জমিতে কাজ করছিলো। সকালে বৃষ্টি শুরু হলে অন্যদের সাথে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলো। সেসময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় শিমুল বিশ্বাস।

এছাড়া একইদিন সকালে শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ বাড়ির পাশের মাঠ কাজ করছিলো। বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে তিনিও বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন তিনি। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রায় বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। তাই বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময় যেন কেউ খোলা আকাশের নিচে না থাকেন।

দর্শনায় ট্রেনে ধাক্কা লেগে ভ্যানচালকের মৃত্যু

দর্শনায় বেনাপোল এক্সপ্রেস টেনে ধাক্কা লেগে ভ্যান চালক সবদদুলের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ৩ অক্টোবর ভোর ৫ টার দিকে দর্শনা হল্ট স্টেশনের পাশে নিজ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সবদুল (৪৬) কুষ্টিয়া জেলার সাঁওতা গ্রামের মৃত, আজিজের ছেলে। সে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের হার্ট ডিসিশন বাজার পাড়ার আবু সামার জামাতা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত ভ্যানচালক সব্দুল বিবাহ সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম হল্ট স্টেশন পাড়ায় জমি কিনে নিজ বসত বাড়িতে বসবাস করে আসছিল। স্টেশন সংলগ্ন বাড়ি হওয়ায় ভ্যান চালানো সহ ট্রেনের কাঁচামাল একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন কাজে নিয়োজিত ছিলো। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাত আড়াইটার দিকে গোয়ালন্দ (নকশি কাঁথা) ট্রেনের মালামাল বহন করে বাড়িতে ঘুমাতে যায়। শুক্রবার সাড়ে পাঁচটার দিকে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া মারার জন্য চোখে ঘুম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে পায়ে হেটে স্টেশনের উদ্দেশ্যে আসছিলো ।

এ সময় দুর্ঘটনাবশত ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বেনাপোল গামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় লাইনের পাশে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে ভোর পেরিয়ে সকাল হলে স্থানীয় লোকজন সবদুলের মৃত দেহ দেখতে পায়। পরে পরিবারের লোকজন ঘটনা স্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে দর্শনা জিআরপি পুলিশের ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনা খবর শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে আমরা পৌঁছায়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে নিহাতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকাই লাশ দাফন কার্যের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে নিহত পরিবারের সদস্যরা জানায়, গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মার শেষে দক্ষিণ চাঁদপুর জামে মসজিদে জানাজা নামাজের পর নতুন গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে নিহত ভ্যানচালক

সবদুলের একটা ছেলে সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। গেল রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটির নাড়ি কাটা হয়নি। বাগানে ফেলে রাখায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গেল দুদিন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইনকিউবেটারে ছিল। গতকাল সন্ধ্যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ায় শিশুটিকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। তবে রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে মটমুড়া গ্রামের একটি বাঁশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ঠ হওয়া কন্যা শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। গাংনী উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সহায়তায় তার চিকিৎসা চলছিল। পরিচয়বিহীন কন্যা শিশুটিকে দত্তক নিতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত শিশুটির পিতামাতার পরিচয় মেলেনি।

শিশুটির দাফনের বিষয়ে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, শিশু কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত হলে তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া জিহাদ হোসেন নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে।

তবে কয়েকদিন ধরে জ্বর থাকায় ডেঙ্গু নাকি সাধারণ জ্বর, নাকি বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে এনিয়ে জনমনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের তাহেরহুদা গ্রামে।

জিহাদ হোসেন একই গ্রামের সুরুজ আলীর পুত্র। ছেলেটি সৎ নিষ্ঠাবান এবং ভাল ছাত্র বলে এলাকায় বেশ পরিচিতি ছিল।

স্থানীয় এবং স্বজনদের কাছ থেকে জানা গেছে, বিগত কয়েকদিন ধরে জিহাদের জ্বর হয়েছিল। গত শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর জিহাদ ক্লান্ত ও জ্বর অবস্থায় তাদের নিজের ধান ক্ষেতে বিষাক্ত ঔষধ স্প্রে করতে যায়। এ অবস্থায় স্প্রে করার কারনে তার সারা শরীর ও নাকে-মুখে কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ে। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে সে বমি করে, বুকে ও পায়ে ব্যাথার কথা বলে, সেই সাথে শরীরে জ্বরের তীব্রতা দেখা দেয়, আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

একদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে তার পরিবার তাকে নিকটস্থ স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে যান। রুগীর অবস্থা হঠাৎ বেশি খারাপ হওয়ায় এবং অত্যাধিক শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথার কারণে তাকে রেফার্ড করা হয় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে।

জিহাদের বাবা সুরুজ আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, আমার ছেলে মাঠ থেকে ফিরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তাকে দ্রুত চিকিৎসা করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করি কিন্তু আমার পুত্রের আর শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ৩ তিনটার দিকে সে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে।

৭ম শ্রেণির মেধাবী এই শিক্ষার্থী জিহাদের অকাল মৃত্যুতে গভির শোক জানিয়েছেন আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

মাসুদুল হক টিটু, সহকারী শিক্ষক ইমরুল কায়েস। এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শহিদুল ইসলাম বলেন, আমাকে কেউ জানায়নি, তবে আমি লোকমুখে শুনেছি বিষয়টি খোজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। জিহাদের অকাল মৃত্যুতে তার সহপাঠি ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।